



48965 - ক্বদররে রাত জাগরণ করা ও উদযাপন করা

প্রশ্ন

ক্বদররে রাত জাগরণরে ধরণ কমেন হবে? নামাযরে মাধ্যমতে নাকি কুরআন তলোওয়াত, সরিাতে নববী, ওয়াজ-মাহফলি এবং এ উপলক্ষ্যতে মসজদিতে অনুষ্ঠান করার মাধ্যমতে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানরে শেষে দশকে নামায, কুরআন তলোওয়াত ও দোয়াতে মশগুল থেকে এত বেশি পরিশ্রম করতেনে অন্য সময় যা করতেনে না। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমি আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনে যে: “যখন (রমযানরে) শেষে দশক শুরু হত, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত জাগতেনে, নজি পরিবারকে জাগিয়ে দতিনে এবং (এর জন্য) তিনি কমেমর বঁধে নতিনে।” মুসনাদতে আহমাদ ও সহহি মুসলিমি আরাও এসছে যে, “তিনি শেষে দশকে এত বেশি পরিশ্রম করতেনে যা অন্য কোন সময় করতেনে না।”

দুই:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বদররে রাত্তে ঈমানরে সাথে ও সওয়াবরে আশা নিয়ে কয়ামুল লাইল আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেনে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেনে যে, তিনি বলেনে: “যে ব্যক্তি ঈমানরে সাথে ও সওয়াবরে আশা নিয়ে ক্বদররে রাত্তে কয়ামুল লাইল পালন করবে তার পূর্বরে সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।” [একদল হাদিস গ্রন্থাকার হাদিসটি বর্ণনা করছেনে; ইবনে মাজাহ ছাড়া। এ হাদিসটি নামাযরে মাধ্যমতে ক্বদররে রাত জাগরণ করার বিষয়টি প্রমাণ করছে।]

তনি:

ক্বদররে রাত্তে যে দোয়াটি পড়া উত্তম সটে হচ্ছে এ দোয়া যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়শো (রাঃ)কে শিক্ষা দিচ্ছেলিনে। ইমাম তরিমযি আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনে যে, তিনি বলেনে: আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কি অভিমত, যদি আমি জানতে পারি যে, কোন রাতটি লাইলাতুল ক্বদর তখন আমি কি বলব? তিনি বললেনে: তুমি বলবে:



আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহবিবুল আফওয়া, ফা'ফু আন্নি (অর্থ- হে আল্লাহ! নশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল। ক্ষমা করাটা আপনি পছন্দ করেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিনি।)"[তিরমযি হাদিসটিকে সহহি আখ্যায়তি বলছেন]

চার:

রমযান মাসেরে কোন একটি রাতকে ক্বদরের রাত হিসেবে নির্দিষ্ট করতে হলে- অপর সব রাতকে বাদ দিয়ে- নির্দিষ্টকারক দলিল প্রয়োজন। কিন্তু শেষে দশদিনেরে বজেডে রাতগুলো অন্য রাতগুলোর চয়ে বশে সম্ভাবনাময়। এবং বজেডে রাতগুলোর মধ্যে সাতাশতম রাত লাইলাতুল ক্বদর হওয়ার বশে সম্ভাবনাময়। এ সংক্রান্ত হাদিসগুলোর কারণে।

পাঁচ:

বাদিত করা কখনই জায়যে নয়; না রমযানে, আর না রমযানের বাহিরে অন্য কোন সময়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি আমাদের শরিয়তে নতুন কিছু প্রবর্তন করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়; তা প্রত্যাখ্যাত।” অপর এক বর্ণনায় এসছে, “যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদের শরিয়তে নহে; তা প্রত্যাখ্যাত।”।

রমযানেরে কিছু কিছু রাতযে যে অনুষ্ঠানাদি করা হয়ে থাকে এসব কাজেরে কোন (দালিলিকি) ভিত্তি আমাদের জানা নহে। সর্বোত্তম আদর্শ হছে- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে আদর্শ। আর সবচয়ে নকিষ্ট বিষয় হছে (দ্বীনরে মধ্যে) নতুন প্রবর্ততি বিষয়সমূহ।

আল্লাহই তাওফিক্বদাতা।